[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ শনিবার জেলা পুলিশ লাইন্সের ড্রিলশেডে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মেহেরপুর পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) সভানেত্রী টুম্পা সরকার।

এই শীতে অসহায় ও দুস্থ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এই মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণকালে পুনাক সভানেত্রী বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো পুনাকের একটি নিয়মিত সামাজিক দায়িত্ব। শীত মৌসুমে যাতে কেউ কষ্ট না পায়, সে লক্ষ্যেই এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) সহ-সভানেত্রীসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

দামুড়হুদায় এসএসসি ৯২ ব্যাচের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শীতপ্রবণ জেলা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় এসএসসি ১৯৯২ ব্যাচের উদ্যোগে শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। কনকনে শীতের মধ্যে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় উপজেলার দশমী ঈদগাহ মাঠে এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা শীতপ্রবণ এলাকা হওয়ায় এখানকার দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষ শীতকালে সবচেয়ে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হন। এমন বাস্তবতায় এসএসসি ’৯২ ব্যাচের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বন্ধুদের মধ্যে যে

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আজও অটুট রয়েছে, তা আমাদের সমাজের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শুধু নিজেদের মধ্যে মিলনমেলায় সীমাবদ্ধ না থেকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবিকতা।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং নতুন প্রজন্মকে মানবিক কাজে উৎসাহিত করে। ভবিষ্যতেও এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী। এসএসসি ’৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলার সভাপতি নাসির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষে এসআই উত্তম, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল রাজা, মাহফুজুর রহমান বেল্টু, আব্দুল হালিম ভুট্টু, সাইফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন, তাহাজ উদ্দিন তাজু, আব্দুল মমিন, আলাউল হক, আসাদুর রহমান বাদশা, আব্দুর রশিদ, আব্দুল গাফফার শক্তি, আসলাম উদ্দীন, ইকবাল হোসেন, একরামুল হক লিটন, আব্দুল খালেক, একরামুল হকসহ ব্যাচের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হলে উপকারভোগীরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের নিজস্ব উদ্যোগে এবং ‘বাঁচাও’ এর আর্থিক সহযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে ২৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার অনুষ্ঠিত এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন, শীতের কনকনে ঠান্ডায় অসহায় মানুষের

পাশে দাঁড়ানো একটি মহৎ উদ্যোগ। এ ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড সমাজে মানবিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের প্রশাসক মো. সফিকুল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন উপজেলা ম্যানেজার সোহেল আহমেদ। এ সময় ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মেহেরপুর প্রোগ্রামের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, মেহেরপুর সদর উপজেলার পাশাপাশি জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় আরও ৫০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। শীত মৌসুমজুড়ে এ ধরনের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ -ডাউকিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

কনকনে শীতে জুবুথুবু অসহায় মানুষের কষ্ট দিনদিন বেড়েই চলেছে। দিনমজুর, শ্রমিক থেকে কৃষক সকলেই প্রচন্ড শীতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলো দেখা নেই কয়েকদিন থেকে। সকালের ঘন কোঁয়াশায় ঢেকে রেখেছে সারাদিন, সাথে কনকনে ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া জন জীবন দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

আলমডাঙ্গায় কনকনে শীতের কামড়ে জর্জরিত অসহায় ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে ডাউকি গ্রামের কৃতি সন্তান “উন্নয়ন সংস্থা ” চেয়ারম্যান ও ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাহবুবুল হক খোকনের উদ্যোগে ডাউকি গ্রামের প্রায় দুইশতাধিক দুঃস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শীতের কম্বল হাতে পেয়ে অনেক অসহায় ও দুস্থ মানুষ খুশির বন্যা বয়ে

যায়। পরে দুস্থদের খুঁজে খুঁজে তাদের হাতেও কম্বল তুলে দেওয়া হয়। বিতরণকালে সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এ্যাডঃ ইউনুস আলী, সাবেক ইউপি সদস্য ইয়াকুব আলী, সমাজ সেবক আঃ সাত্তার, সমাজ কর্মী ঠান্ডু রহমানসহ গ্রামবাশী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দুর্ভোগ চরমে, শীতবস্ত্র বিতরণ

৯ ডিগ্রির হিমশীতে জমে গেছে আলমডাঙ্গা। জরুরি সরকারি সহায়তা না পেলে বাড়বে মানবিক বিপর্যয়। সেই সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঘন কুয়াশা আর কনকনে হাওয়ায় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে আলমডাঙ্গার জনজীবন। গ্তকাল রবিবার সারাদিনেও দেখা মেলেনি সূর্যের। ভোর হলেই সাদা কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় পুরো জনপদ। রাস্তা-ঘাট, গাছপালা, খোলা মাঠ—সবই মিলিয়ে যায় হিমেল ধোঁয়াশায়। সারাদিন সূর্যের দেখা না মেলায় শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। ঘর থেকে বের হলেই কাঁপছে শরীর, জমে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। অনেকেই আবার মজার ছলে বলে উঠছে, বিনা পাসপোর্ট ভিসায় ইউরোপের আবহাওয়া অনুভব করতে হলে চলে আসতে হবে এই আলমডাঙ্গায়।

গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলায় তাপমাত্রা নেমে আসে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা চলতি শীত মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন। ফলে শীত এখন শুধু অস্বস্তির নয়, অনেকের জন্য তা জীবনযুদ্ধের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষক, দিনমজুর, ভ্যানচালক ও শ্রমজীবীরা শীত উপেক্ষা করেই জীবিকার তাগিদে ঘর ছাড়ছেন। তবে কনকনে হাওয়ায় কাজের গতি থেমে যাচ্ছে, অনেকেই কাজ হারাচ্ছেন। খোলা আকাশের নিচে কাজ করা মানুষদের চোখেমুখে অসহায়ত্ব আর নিরব আর্তনাদ স্পষ্ট।

শীতের কাঁপুনিতে থরথর জনপদ—হিমেল বাতাসে স্থবির জীবন, আগুন ঘিরে

উষ্ণতার খোঁজ, নীরব চোখে বাঁচার আবেদন।

শিশু, বৃদ্ধ, অসহায়—সকলেই আজ একই সারিতে। আগুন পোহাতে নবীন প্রবীন একই সারিতে। গ্রামাঞ্চলের চিত্র আরও ভয়াবহ। ভোরে মাঠে নামা কৃষকদের জন্য কাজ শুরু করাই হয়ে উঠছে প্রায় অসম্ভব। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ শীতজনিত রোগ বাড়ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে চিকিৎসা ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

এদিকে গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে শীতার্ত মানুষের পাশে আজিজুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র হিসেবে অর্ধহাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম, লিয়াকত আলী, সলোক মিয়া, ব্যবসায়ী সুদ্দুর রহমান, ইসলাম মালিথা, মানিক এবং সম্রাটসহ অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে আজ রবিবার বিকেলে বারাদী ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামে শতাধিক দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীতবস্ত্র পেয়ে উপকারভোগীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উপজেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের

মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় বণিক সমিতির কার্যালয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ-পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন। সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বণিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রফিকুল আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গির আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু। বক্তারা সমিতির সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক উন্নয়ন, জনসেবামূলক কাজ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সহ-সভাপতি হাজী রফিকুল আলম, যুগ্ম সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও জাহাঙ্গির আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, নির্বাহী সদস্য জয়নাল আবেদীন ক্যাপ, হাজী রফিকুল আলম, মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, ফারুক আলী, কাবলু মিয়া, তোতা মিয়া, রতন আলী এবং আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বণিক সমিতির সদস্য হামিদুল ইসলাম আজম প্রমুখ।

সভায় প্রায় সাড়ে তিন শত শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে অসহায় শীতার্ত

ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র

বিতরণ

মুজিবনগরে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) এর ১৫২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে শনিবার বিকালে আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া খেলার মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, সহসভাপতি ইস্রাফিল রহমান, গাংনী আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ শফিকুল কার্পাস, কার্বাসডাঙ্গা জামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ মামুনুল হক, আনন্দবাস গ্রামের কৃতিসন্তান মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক গিয়াস উদ্দীন, আনন্দবাস ইটি জে বালিকা বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দীন প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১২০ জন অসহায় শীতার্তদের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীতে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উদ্যোগে সমাজের অসহায় দুস্থ সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে শীতের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে কসবা বাজার চত্বরে কসবা ও আশেপাশের গ্রামের মানুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সর্বমোট ৮৬ জন মানুষকে শীতবস্ত্র (কম্বল) উপহার দেওয়া হয়েছে। কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য

ডা.শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক ও বিশিষ্ট সংগঠক কামাল হোসেন লাল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বকুল, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, শহিদুল ইসলাম, আমারত ইসলাম, আব্দুল মজিদ, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাসেল আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ সম্পাদক মো: সাগর ইসলাম, মারুফ মীর, সিয়াম, মামুন, সজলসহ সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের সদস্যরা সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি শীতের সময় কম্বল বিতরণ, ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ, ইফতার বিতরণ ও জরুরি প্রয়োজনে ব্লাড সংগ্রহসহ সংগঠনের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আলোচনা করেন।

সংগঠনের উপদেষ্টা রফিকুল আলম বকুল বলেন, সমাজের কম সুবিধাভোগী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতা করতে হবে। নিজের পরিবারের জন্য যেমন সহযোগিতা ও তাদের জন্য কাজ করতে হয় তেমনিভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এই সমাজেরই অংশ, তাদের জন্যও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি সমাজের বিত্তবান ও সামর্থ্যবান মানুষদের কে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও কম সুবিধাভোগী মানুষের সহযোগীতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ করে কসবা সহ এই অঞ্চলের মানুষ যারা এলাকার বাইরে চাকরি করেন ও বিদেশে অবস্থান করেন তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা এই গ্রাম বা এই এলাকার সন্তান হিসেবে দায়িত্ব রয়েছে আপনাদের। সেইজন্য আপনারা সবাইকে কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটি কে সহযোগিতা ও বিভিন্ন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।